দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

# প্রতিকূল পরিবেশে শিশুর বেড়ে ওঠা

স্মৃতি চক্রবর্তী ০৭ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

রাজধানীর লিটল এনজেলস স্কুলের শিশু শ্রেণির ছাত্র প্রিয়ব্রতকে সব সময় কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। স্কুলে যাওয়ার আগে যেমন পড়তে বসতে হয় তেমনি স্কুল থেকে ফিরেও কোচিংয়ে পড়তে যেতে হয়। প্রিয়ব্রত তার মাকে সব সময় বলে, সারাক্ষণ আর বেশি বেশি পড়তে আমার ভালো লাগে না। আমার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সময় খেলতে ইচ্ছা করে, বেড়াতে ইচ্ছা করে। একই স্কুলের ছাত্র আয়ান মাহমুদ বলল, 'বাবা আমাকে তার ছোটবেলার আনন্দে কাটানোর গল্প শোনায়। আমি অবাক হয়ে যাই, তার শৈশব কাটানো গ্রামের বাড়ির গল্প শুনে। আমরা যতটুকু সময় পাই তার অধিকাংশ কাটে টেলিভিশন, ফোন আর কম্পিউটার দেখে। খেলতে পারি না জায়গার অভাবে। আর বেড়াতে পারি না পড়াশোনার চাপে।'

ঢাকা শহরের প্রায় শিশুরই জীবন কাটছে ঠিক প্রিয়ব্রত আর আয়ানের মতো। ঢাকার জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে উঁচু ভবনের বাড়ি। প্রায় প্রত্যেকটা পাড়া কিংবা মহল্লার বাড়িগুলো এতটাই ঘিঞ্জিভাবে গড়ে উঠছে যে, শিশুরা পাচ্ছে না কোনো খেলার স্থান কিংবা মুক্ত বাতাস। সঞ্চিতা নামের এক অভিভাবক কষ্টের সুরে বললেন, 'আমার ছেলে খেলতে চায়, বেড়াতে চায়, কিন্তু ওকে আমরা সেসব করতে দিতে পারছি না। ঘরের মধ্যে খেলতে গিয়ে খেলনা ভাঙে। জিনিসপত্র ভাঙে। আবার বেড়ানোর মতো স্বাচ্ছন্দ্যবোধের জায়গা নেই, তাই বেড়াতে নিয়ে যেতে পারি না।' সন্দেহ নেই যে, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিশুর জীবনে। এর জন্য শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হচ্ছে না। এর দায়ভার আমাদের সবার।

রাজধানী ঢাকার বেশ কিছু পার্ক চলে গেছে দখলদারদের কবলে। আর সিটি করপোরেশনের পার্কগুলোর অবস্থা খুব নাজুক। আবার হাতেগোনা কয়েকটি পার্ক ছাড়া বেশিরভাগই ক্রমে বেদখল হচ্ছে। ঢাকা সিটি করপোরেশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় দেড় কোটি মানুষের জন্য বিনোদনভিত্তিক পার্কের সংখ্যা ৪৯টি। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২৩টি এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৬টি। বর্তমানে এসব পার্কের বেশিরভাগে দেখা যায় দোকান, ক্লিনিক, আড়ত, রেন্ট-এ-কার স্ট্যান্ড, গাড়ির গ্যারেজ, মালামাল রাখার গুদাম, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। শহুরে নাগরিক জীবনে প্রশান্তি দিতে যে পার্ক, সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে সারি সারি গাড়ি।

নগর-মহানগরে পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষেই শিশুর জীবনযাপন একেবারেই নয় অনুকূল। এই পরিস্থিতিতে আমরা যাদের ভবিষ্যত্ কর্ণধার হিসেবে সঙ্গতকারণেই বিবেচনা করছি তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির আশু কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতামুক্ত উপযুক্ত পরিবেশে তাদের বেড়ে উঠার সব রকম ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে আমাদের ভবিষ্যত্ কর্ণধারদের জীবন ঢাকা পড়বে গাঢ় ছায়ায়। নগর-মহানগরের বাইরের চিত্র শিশুর মানসিক বিকাশে কিংবা মুক্তভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্র অনেকটাই সহায়ক পর্যাপ্ত জায়গা কিংবা নিজের ইচ্ছামতো সময় কাটানোর জন্য। তবে সে ক্ষেত্রে পরিবেশ উন্নতকরণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের আরও গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি দেওয়ার দাবি রাখে। এক কথায় শিশুর জীবনচিত্র যাতে হয় প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতামুক্ত এটি নিশ্চিত করার দায় আমাদের সবার।

n লেখক : গবেষক

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত